

SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

বৌদ্ধ দর্শন: অষ্টাঙ্গিক মার্গ

Power point presentation by : Trilochan Paramanik

Designation: SACT - 1

Department: Philosophy

অষ্টাঙ্গিক মার্গ:

বৌদ্ধ দর্শনে মোট চারটি আৰ্য সত্যের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল : দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব এবং দুঃখ নিবৃত্তির মার্গ।

চতুর্থ আৰ্য সত্য টি অনুসারে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে। দুঃখ নিবৃত্তির এই মার্গ বা পথকে বৌদ্ধ দর্শনে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়েছে। এই আটটি মার্গ হলো মধ্যমপন্থা, অসংযত ভোগবিলাস ও কঠোর কৃচ্ছ সাধনের মধ্যবর্তী পন্থা। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ন্যায় সাধারণ মানুষও এই পথ অনুসরণ করে দুঃখ মুক্তি লাভ করতে পারে।

বৌদ্ধ নীতি তত্ত্ব মূলত এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের
মধ্যেই নিহিত, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায়
শোরুম এই আটটি মার্ক বা পথ হল সম্যক্ দৃষ্টি,
সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক, সম্যক্ কৰ্মান্ত,
সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি,
সম্যক্ সমাধি।

সম্যক্ দৃষ্টি: আর্যসত্য চতুষ্টয় এর যথার্থ
জ্ঞান সম্যক্ দৃষ্টি বা মিথ্যা জ্ঞানই দুঃখের
মূল কারণ।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সত্য জ্ঞানের
উন্মেষ না হলে অবিদ্যা জনিত দুঃখ
থেকে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করা অসম্ভব।

কাজেই নির্বাণ লাভের জন্য সর্বপ্রথম
প্রয়োজনীয় সম্যক দৃষ্টি। অর্থাৎ চারটি
আর্য সত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানই হল
সম্যক দৃষ্টি।

সম্যক্ সংকল্প: সম্যক্ জ্ঞান হলেই দুঃখমুক্তি হয় না।
সম্যক্ সংকল্পের ও প্রয়োজন হয়। সত্য জ্ঞান লাভ
করে সেই মতো জীবন যাপনের দৃঢ় ইচ্ছায় সম্যক্
সংকল্প। সত্য জ্ঞানের আলোকে ভোগ বাসনা জয়
করে কর্ম সাধনের দৃঢ় মনোবাসনাই ও দ্বেষ বর্জন
করে প্রেম করুণা বিতরণের দৃঢ় ইচ্ছাই হলো সম্যক্
সংকল্প।

সম্যক বাক : মিথ্যা কথা পরিহার করে সদা সত্য
কথন হচ্ছে সম্যক বাক। সাধকের জীবনে বাক
সংযম অত্যাবশ্যিক, মিথ্যা কথন, কটুবাক্য,
পরিনিন্দা, প্রগলভ ভ্রুষণ, একান্তভাবে পরিহার করে
সাধককে সত্যভাষী হতে হবে। অর্থাৎ সাধকের
বাক্যকে সত্য ও প্রীতিপ্রদ হতে হবে।

সম্যক কর্মান্ত: সম্যক আচরন হ্চে সম্যক কর্মান্ত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্জের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অহিংসা, মন্ত্ৰী ও করুণার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্ম সাধন করতে হবে। নিষ্কামভাবে কর্ম সম্পাদন করায় হলো সম্যক কর্মান্ত।

সম্যক আজীব: সৎভাবে জীবন-যাপন করা হ্চে সম্যক আজীব। হিংসা বা মিথ্যার আশ্রয় পরিহার করে সৎ উপায়ে সাধককে জীবিকা অর্জন করতে হবে। প্রাণী শিকার, প্রাণী হত্যা, মদ বিক্রয়, গণিকাবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে সৎভাবে জীবিকা গ্রহণ করতে হবে।

সম্যক্ ব্যায়াম: সৎ-চিন্তা ও সৎ-প্রবৃত্তির অনুশীলন হচ্ছে সম্যক ব্যায়াম। কোন চিন্তা ত্যাগ করে সর্বদা সুচিন্তায় নিয়োজিত হতে হবে, সাধককে এই ব্যাপারে সর্বদা যত্নবান ও সতর্ক থাকতে হবে। এই প্রকার মানসিক সতর্কতাই হচ্ছে সম্যক ব্যায়াম। মন থেকে কোন চিন্তা অপসারণের জন্য বৌদ্ধ চারটি পথের উল্লেখ করেছেন-

১. মনকে সর্বদা সুচিন্তায় নিযুক্ত করা, ২. কোন চিন্তাকে মন থেকে অপসারণ করা অর্থাৎ চিন্তার প্রতি মনোযোগী না হওয়া, ৩. কোন চিন্তার উৎস নির্ণয় করে তাকে বিনষ্ট করা এবং ৪. সুচিন্তা উৎপাদনের চেষ্টা করা।

সম্যক্ স্মৃতি: আৰ্য সত্য চতুষ্টয়-এৰ সম্যক জ্ঞান সৰ্বদা স্মরণে রাখাই হলো সম্যক্ স্মৃতি। এই প্ৰকাৰ স্মৃতিৰ ফলে জগৎ ও জীবনৰ অসত্যবোধ জন্মায় ভোগ সুখে বৈরাগ্য দেখা দেয় ফলে নিৰ্মাণেৰ পথ সুগম হয়।

সম্যক সমাধি: উল্লিখিত সাতটি অঙ্গ যথাযথ অনুষ্ঠিত হলে সাধকেৰ চিত্ত শান্ত হয় এবং সে সমাধিৰ সামৰ্থ্য লাভ কৰে। সমাধিৰ আবার চাৰটি স্তৰ আছে, প্ৰথম স্তৰে সাধক একটি নিদিষ্ট বিষয় চিন্তায় মনকে সমাহিত কৰেন। সত্য সম্পৰ্কে এই স্তৰে সংশয় থাকে, বিচাৰ-বিতৰ্ক থাকে, যদিও এই সমাহিত অবস্থায় মনে এক স্থানুভূতিও থাকে। দ্বিতীয় স্তৰে বিচাৰ-বিতৰ্কৰ স্থান নেই, এই স্তৰে সাধকেৰ সত্য সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না, বিচাৰ বিতৰ্ক থাকে না, সাধক এই স্তৰে এক দিব্য আনন্দ অনুভব কৰে।

অষ্টাঙ্গিক মার্ক কে প্রজ্ঞা, শীল, সমাধি রূপেও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। প্রজ্ঞা অর্থে যথার্থ জ্ঞান, শীল অর্থে সদাচরণ, সমাধি অর্থে ধ্যান। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক স্মৃতি, প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের অন্তর্গত। সমাধি ধ্যানের অন্তর্গত দুঃখ মুক্তি বা যিনি সাধন করেছেন তাকে বলা হয় জ্ঞান কর্ম সমুচ্চয়বাদি। বৌদ্ধ মতে সম্যক জ্ঞানের সঙ্গে সম্যক কর্মের অর্থাৎ নৈতিক জীবনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। সম্যক জ্ঞান না হলে যেমন কর্ম সাধন সম্ভব হয় না, তেমনি সম্যক কর্ম সাধনা করলে সময় কেন সম্ভব হয় না কর্ম পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক কর্মের মাধ্যমে সমাজের মাধ্যমে দুঃখমুক্তি সম্ভব হয়।

ধন্যবাদ